যায়যায়দিন

তারিখ 01 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি

১৮৭০ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে ইনডিয়াবাসীকে খুশি করার জন্য ভারতবর্ষে বিভিন্ন উৎসব করার সুযোগ করে দেয়া হয়। আর সেই সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেয়া হয় বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা। সে টাকা-পয়সার একটা অংশ আস্তে আস্তে চলে আসে গোপালগঞ্জেও। অধিকাংশ খরচ করার পর বাকি টাকা দিয়ে আইনজীবীরা বর্তমান চৌরঙ্গী পয়েন্টে গড়ে তুলেছিলেন করনেশন থিয়েটার পার্টি নামে একটি থিয়েটার ক্লাব আর এখান থেকেই সূচনা হয় গোপালগঞ্জের বর্তমান নজরুল পাবলিক লাইব্রেরির যাত্রা। ওই সময় এ লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস।

সততা, নিষ্ঠা বজায় রেখে লাইব্রেরির পেছনে সময় দিতে গিয়ে সংসারের জন্য কিছুই করতে পারেননি তিনি। তার পরিবারের লোকজনসহ নিকটাত্মীয়রা অনেকেই চেষ্টা করেছেন তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু এ দেশ ছেড়ে যাননি তিনি। জীবদ্দশার শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি কাটিয়েছেন গোপালগঞ্জে। তার জীবদ্দশায় ১৯৫৮ সালে মাত্র ২৮৮টি বই সমৃদ্ধ এ লাইব্রেরি পরিচালনার দায়িত্বভার আসে জি এম মঈন উদ্দিনের ওপর। বলিষ্ঠ হাতে তিনি লাইব্রেরিটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু হঠাৎ করেই এ লাইব্রেরিটির নাম পরিবর্তন নিয়ে শুরু হয় বেশ আলোড়ন আর এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বসে তৎকালীন পাকিস্তানের মুসলিম লিগ সরকার এবং চেষ্টা করে করনেশন পাবলিক লাইব্রেরি নাম পরিবর্তন করে ইকবাল লাইব্রেরি নাম রাখার। কিন্তু স্থানীয় ছাত্রদের আন্দোলন ও আপত্তির মুখে ব্যর্থ হয় পাকিস্তান সরকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ১৯৬৫ সালে এর নাম পরিবর্তন করে ইকবাল লাইব্রেরির পরিবর্তে নাম রাখা হয় গোপালগঞ্জ নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি।

নীতিশ চন্দ্র বিশ্বাস গোপালগঞ্জ

বাগেরহাটের ম্যাকফারসন লাইব্রেরি

বাগেরহাটের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী 'ম্যাকফারসন লাইব্রেরি অ্যান্ড পূর্ণচন্দ্র রিডিং রুম' আজো পূর্ণাঙ্গ পাঠাগার হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। আর্থিক সঙ্কটসহ নানা সমস্যা নিয়ে এটি কোনো রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। লাইব্রেরিটির প্রয়োজনীয় খরচ বহনের জন্য এর নিচ তলা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে ভাড়া দেয়া হয়েছে।

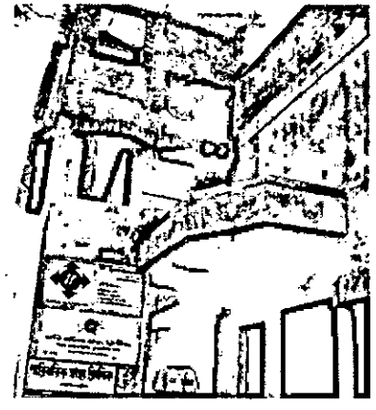

জানা গেছে, ১৮৬৩ সালে বাগেরহাটকে মহকুমা ঘোষণার পর এখানের মানুষের মধ্যে জ্ঞান পিপাসা, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বেগবান হয়ে ওঠে। এরই সূত্র ধরে ১৯২১ সালে তৎকালীন শিক্ষানুরাগী মহকুমা প্রশাসক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য বাগেরহাটে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। সেই প্রচেষ্টার সূত্র ধরে ১৯৩১ সালে মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ের একটি কক্ষে বাগেরহাট লাইব্রেরি হিসেবে এর আত্মপ্রকাশ। পরে ১৯৩৭ সালে মহকুমা প্রশাসক পি বি চক্রবর্তীর চেষ্টায় খুলনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকফারসনের আর্থিক সহায়তায় লাইব্রেরিটির আলাদা পাকা ভবন নির্মিত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকফারসনের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় 'ম্যাকফারসন লাইব্রেরি'। পরে কাড়াপাড়ার জমিদার প্রণব চন্দ্র রায় চৌধুরীর অর্থ সাহায্যে লাইব্রেরি আরো সম্প্রসারণ করে একটি রিডিং রুম তৈরি করা হয়। তখন কাড়াপাড়ার জমিদার প্রণব রায় চৌধুরীর বাবার নাম সংযুক্ত করে লাইব্রেরির নতুনভাবে নামকরণ করা হয় 'ম্যাকফারসন লাইব্রেরি অ্যান্ড পূর্ণচন্দ্র রিডিং রুম'। এ লাইব্রেরিটি বাগেরহাট শহরের একমাত্র পাঠাগার হওয়ায় ক্রমে ক্রমে শহরের নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও শিক্ষানুরাগী মানুষের পাদপীঠ হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে বাগেরহাট সাহিত্য পরিষদের কার্যক্রমও এ লাইব্রেরি কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। এখানে সম্মেলন ঘটে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী পি সি রায়, সাহিত্যিক ধীরাজ ভট্টাচার্য ও মানকুমারী বসুর মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের।

সুনীল দাস বাগেরহাট

নারায়ণগঞ্জের সুধীজন লাইব্রেরি

নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় বঙ্গবন্ধু সড়কে অবস্থিত সুধীজন পাঠাগারে রয়েছে ৩০ হাজারের বেশি বই। সদস্য সংখ্যা স্টুডেন্ট ৫ হাজার ও সাধারণ ৩ হাজার। প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ৮০ থেকে ১০০ জন পাঠ গ্রহণ করে থাকেন। সদস্যদের ১৫ দিন মেয়াদে দেয়া হয়ে থাকে বই। স্টুডেন্ট ও গবেষকদের জন্য রেফারেন্স বইয়ের কমতি নেই এ পাঠাগারে। গবেষণার জন্য রয়েছে আলাদা একটি রুম। সুধীজন পাঠাগারের নিজস্ব তিন তলা ভবনটি নির্মিত হয়েছে ১৯৮৭ সালে। মূলত ১৯৬৪ সালে শহরের আমলাপাড়ায় ১০টি বই, একটি আলমিরা, একটি টেবিল, ১০টি চেয়ার এবং দুটি হারিকেন নিয়ে ৫০ টাকা মাসিক ঘর ভাড়ায় এ পাঠাগারের জন্ম হয়েছিল কয়েকজন তরুণ স্টুডেন্টের মেধা ও মননে।

নরসিংদী পাবলিক লাইব্রেরি

নরসিংদী পাবলিক লাইব্রেরি জেলার সর্ববৃহৎ এবং একমাত্র সরকারি লাইব্রেরি। প্রায় ৩৯ শতাংশ জমির ওপর এটি নির্মিত। ১৯৯৯ সালের ১৯ আগস্ট তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী রিটায়ার্ড লেফটেনান্ট জেনারেল মোহাম্মদ নুর উদ্দীন খান এ লাইব্রেরি ভবনটি উদ্বোধন করেন। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সর্বসাধারণের জন্য এটি খোলা থাকে। একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা (লাইব্রেরিয়ান), একজন সহকারী লাইব্রেরিয়ান এবং একজন এমএলএসএস পদে মোট তিনজন স্টাফ লাইব্রেরিতে কাজ করছেন। বর্তমানে লাইব্রেরিটিতে প্রায় ১৮ হাজার বই রয়েছে। তাছাড়া লাইব্রেরিটিতে ১১টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, সাময়িকী ম্যাগাজিন রাখা হচ্ছে আরো ১০টি। লাইব্রেরিটিতে প্রায় ২০০ পাঠকের সমাগম হয় প্রতিদিন।